দৈনিক বাংলা

তারিখ 24.1.83
পৃষ্ঠা 5 কলাম 1

013

পরীক্ষার তিক্ত ফল

ফেল করেছে শতকরা ৮৪ থেকে ৯০ জন। ১৯৮২ সালের বিএসসি পরীক্ষায় শতকরা ১৬.৭ আর বিকম পরীক্ষায় পাস করেছে শতকরা ১০.৬ জন। এ হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটি পরীক্ষার ফলাফল। এ খবর বের হয়েছে গতকালের সংবাদপত্রে।

খবরের আবার এখানেও শেষ নয়। এবার চল্লিশটি কলেজ থেকে বিএসসি (পাস) পরীক্ষা দিয়েছিল ছাত্ররা। এর মধ্যে পাঁচটি থেকে কেউ পাস করেনি। উত্তীর্ণ ছাত্রদের মধ্যে মাত্র ন'জন প্রথম বিভাগ পেয়েছে।

অন্যদিকে ১০৮টি কলেজ থেকে বিকম (পাস) পরীক্ষা দিয়েছিল। এর মধ্যে ৩৫টি কলেজ থেকে কেউই উত্তীর্ণ হয়নি। উত্তীর্ণদের মধ্যে প্রথম বিভাগ পায়নি কেউ।

এ চিত্র কোন ক্রমেই সন্তোষজনক নয়। কাম্য নয় কোন অভিভাবক বা দেশবাসীর কাছে। কিন্তু এমন ঘটল কেন? গত বছর কি বড়-বাদল হয়েছিল যে পড়া হয়নি? না, এ দাবী কেউ করবে না। গত বছর ছাত্র অসন্তোষ ছিল বলেও কেউ খবর দিতে পারবে না। গত বছর কোন এলাকায় কি এমন মহামারী দেখা দিয়েছিল যে কলেজ বন্ধ করতে হয়েছিল? না, এ ধরনের দাবী করারও অবকাশ নেই। রাজধানী ঢাকার একটি সরকারী কলেজ থেকে আটজন ছাত্র বিকম পরীক্ষা দিয়েছিল। এর মধ্যে একজনও উত্তীর্ণ হতে পারেনি। এবং কেন পারেনি সে প্রশ্ন উঠবেই।

এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারেন শিক্ষামন্ত্রণালয়, বিভিন্ন কলেজ কর্তৃপক্ষ আর শিক্ষকমন্ডলী। একথা সত্য যে বিভিন্ন কলেজের অনেক অসুবিধা সম্পর্কে সকল মহলই অবহিত। বিশেষ করে বেসরকারী কলেজের আর্থিক অনটন। ইকনমিক ডেফিসিট নিয়ে দৌড়-ঝাঁপ, সদ্য সরকারীকৃত কলেজগুলির শিক্ষকদের চাকরি এবং পাওনা নিয়ে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের টালবাহানার খবর কারো কাছে অজানা নয়। এতে শিক্ষার পরিবেশ ব্যাহত হয় নিঃসন্দেহে। কিন্তু এ সত্ত্বেও কি এ ধরনের পরীক্ষার ফল আশা করা যায়? কেউ পাস করবে না এ ধরনের ছাত্র এত কলেজ থেকে পরীক্ষায় বসার অনুমতি পায় কি করে? কোন মাপকাঠিতে এদের মান নির্ণয় হয়? ছাত্র-শিক্ষকদের দেন-দরবার, না, পরীক্ষায় বসার অনুমতি দেবার সময় কলেজ কর্তৃপক্ষের এককালীন পাওনা টাকার পরিমাণ? একথাগুলি অপ্রিয় এবং অবাঞ্ছিত হলেও আজ বিভিন্ন মহল থেকে উঠছে। এবং আমরা আশা করব যে এ-ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। আমাদের কথা হচ্ছে যে আমরা আর লিখতে চাই না যে অমুক অমুক পরীক্ষায় শতকরা ৮৬ থেকে ৯০ জন অকৃতকার্য হয়েছে।